সমকাল

তারিখ 24 JAN 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১-৩

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের ৪৭ বছর

ছাত্রসমাজ সময়ের দাবি পূরণ করবেই

অসীম কুমার উকিল

বাংলাদেশের যা কিছু অহঙ্কার, গৌরব ও সাহসের; তার পেছনে ছাত্র আন্দোলনের অবদান অনন্যসাধারণ। এ ক্ষেত্রে আলোচনায় বিশেষভাবে আসে দুটি সময়ের কথা– ষাটের দশক ও আশির দশক। তবে সূচনা কিন্তু ১৯৪৮ ও ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন দিয়ে। আমরা বলি– 'ওরে ও বাঙালি, ঢাকা শহর রক্তে ভাসাইলি।' এ আন্দোলনের প্রাণশক্তি ছিল ছাত্রছাত্রীরা। ২১ ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদে যে মিছিল ১৪৪ ধারা ভেঙে যাত্রা শুরু করেছিল, তার সমাবেশ ও সভাস্থল ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন প্রাঙ্গণের আমতলা। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা দলে দলে সমবেত হয়েছিল সেখানে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলন পরিচালনায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। জেলা, মহকুমা এবং থানা পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে এবং সর্বত্র ছাত্রছাত্রীরা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার দাবিতে সর্বস্তরের জনগণকে সচেতন ও সংগঠিত করায় অবদান রাখে।

১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি করে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করা হয়। কথা বলা ও লেখার স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়। শত শত রাজনৈতিক নেতাকর্মীর স্থান হয় কারাগারে। এ সময়ে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের পাশাপাশি স্বায়ত্তশাসনের দাবি বিশেষভাবে সামনে আসে। ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুতে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং ১৯৪৮ সালে ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাতা শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ছয় দফা কর্মসূচি উপস্থাপন করেন। তিনি পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন– এ অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করে রাষ্ট্রদ্রোহ নামে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়। এর প্রতিবাদে ছাত্রসমাজ ও দেশবাসী গর্জে ওঠে।

১৯৬৯ সালের জানুয়ারিতে নব পর্যায়ের আন্দোলন শুরু হয় সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে। তারা ১১ দফা দাবি পেশ করে, যাতে শিক্ষার বিভিন্ন দাবির পাশাপাশি স্বায়ত্তশাসনের ছয় দফা স্থান পায়। ২৪ জানুয়ারি হরতালের দিনে লাখ লাখ ছাত্র-শ্রমিক-কর্মচারী নেমে আসে রাজপথে। সৃষ্টি হয় গণঅভ্যুত্থান। মুক্ত হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ কারাগারে আটক সব রাজনৈতিক ও ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মী। ১৯৬৯ সালের এই আন্দোলনকে যথার্থই বলা হয় ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনের ড্রেস রিহার্সাল। এ আন্দোলনে চারটি সংগঠন ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল ডাকসুর নেতৃত্বে, যার সহসভাপতি ছিলেন তোফায়েল আহমেদ। ছাত্রলীগ এ আন্দোলনে ছিল সম্মুখ সারিতে। যে কারণে ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত প্রায় সব কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে জয়ী হয় ছাত্রলীগ প্যানেল। সে বছরের ৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচন সামনে রেখে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা দেশবাসীকে আহ্বান জানায় ছয় দফার ইস্যুতে গণভোটের এ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর পাশে দাঁড়াতে। দেশবাসী সেটাই করে। তারা স্পষ্ট বার্তা পায়– ছয় দফা না মানলে এক দফা অর্থাৎ বাংলাদেশের স্বাধীনতা।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতায় পরিবর্তন আসে। সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমান

উনসত্তরের ছাত্র আন্দোলনের সময় পল্টন ময়দানের জনসভায় ভাষণ দিচ্ছেন ডাকসুর সহসভাপতি তোফায়েল আহমেদ

আবির্ভূত হন সামরিক শাসক হিসেবে। আশির দশকের শুরুতে আবার সামরিক শাসন। গণতন্ত্র নির্বাসিত হয়। এর প্রতিবাদে ছাত্রসমাজ আন্দোলন গড়ে তোলে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ৮ দল, বিএনপি নেতৃত্বাধীন ৭ দল এবং বামপন্থি ৫ দলের অনুসারী সব ছাত্র সংগঠন ঐক্যবদ্ধ হয় এবং ১৯৯০ সালের ডিসেম্বরে পতন ঘটানো হয় স্বৈরাচারী এইচএম এরশাদের। ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি 'ওয়ান-ইলেভেন' সরকারের সময় ফের গণতন্ত্রের টুঁটি চেপে ধরার চেষ্টা হলে ছাত্রসমাজ আবার রাজপথে নেমে আসে। তারা কারফিউ উপেক্ষা করে মিছিল-সমাবেশ করে বার্তা দেয়– গণতন্ত্র ফিরিয়ে দিতেই হবে। বাংলাদেশের ছাত্র সংগঠনগুলো ছাত্রসমাজের পাশাপাশি জনআকাঙ্ক্ষা পূরণে সর্বদাই সচেতন। সবার জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষার পাশাপাশি মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তারা সক্রিয় রয়েছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে যে প্রবল আন্দোলন শাহবাগে শুরু হয়ে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে তার প্রাণশক্তিও ছাত্রসমাজ।

যুগে যুগে ছাত্রসমাজ উজ্জ্বল ভূমিকা রেখেছে এবং সময়ের দাবি তারা পূরণ করবেই। সাম্প্রতিক সময়ে প্রশ্ন উঠছে– ছাত্রসমাজ কি পথ হারিয়েছে? ছাত্র সংগঠনের প্রয়োজন কি ফুরিয়ে গেছে? এর উত্তরে বলব– ইতিহাস সময়ে সময়ে যে গুরুদায়িত্ব ছাত্রসমাজের কাঁধে চাপিয়েছে, তা পালনে কখনও তারা ব্যর্থ হয়নি, আগামীতেও হবে না।

■ সাবেক সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ ছাত্রলীগ